যুগান্তর

১৫ MAR 2012

পৃ: ২০

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামেও চলছে রমরমা সনদ বাণিজ্য

মুশতাক আহমদ

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামেও দেশে সনদ বাণিজ্য এখন দারুণ রমরমা। এ ধরনের অন্তত ৬১টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা অবৈধভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আর নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিভিন্ন উন্নত দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বা স্টাডি সেন্টার হিসেবে। অবাক হলেও সত্যি যে, এইসব প্রতিষ্ঠান 'উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান' নামধারী হলেও তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থেকে কোন ধরনের অনুমোদন বা অনুমতি নেয়নি। এমনকি অনুমোদনের জন্য ন্যূনতম আবেদন পর্যন্ত করেনি। বরং বেশ কয়েকটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধন করেছে বলে জানা গেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অবৈধ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে পুলিশি অ্যাকশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত এক পত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে সরকারি উদ্বেগ নতুন নয়। এর আগে ২০১০ সালের মে চলছে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

চলছে : সনদ বাণিজ্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মাসে বঙ্গভবন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা চেয়ে পাঠায়। কিন্তু ওই তালিকা মন্ত্রণালয় দু'বছরেও বঙ্গভবনকে দেয়নি। সর্বশেষ তালিকাভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি 'চ্যান্সিরি' থেকে প্রতারিত হয়ে এক ছাত্রী উচ্চ আদালতে মামলা করেন। মামলার পর আদালত শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। এরপর মন্ত্রণালয় প্রথমে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করে। এছাড়া ঢাকা শহরে এ ধরনের কতটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেই তালিকা প্রণয়ন ও সুপারিশ প্রদানে একটি কমিটি গঠন করে। ওই কমিটির সুপারিশের পর আরেকটি কমিটির মাধ্যমে দেশে অবৈধভাবে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রণয়ন হচ্ছে। সেই কমিটিই মোট ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নামের তালিকা পাঠায় মন্ত্রণালয়ে। এছাড়া জয়েন্ট স্টক কোম্পানি থেকে আরও ৫টির নাম পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ইউজিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫৬টি ভুয়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৩টির নাম জানা গেছে, যারা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে প্রতিষ্ঠিত। এগুলোর ৭টি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক, ১১টি যুক্তরাজ্যভিত্তিক, ৩টি অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক, ১টি কানাডাভিত্তিক ও ১টি মালয়েশিয়াভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে। তবে তারা আদৌ মূল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কিনা তা জানাতে ও প্রমাণ দিতে পারেনি। অবশিষ্ট ৩৩টির 'বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা' দাবি করলেও তার কোন প্রমাণ মেলেনি। এরা বিদেশী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ভাঙাচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, এগুলোর মধ্যে ২৩ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে যে ঠিকানা দিয়েছে, তাতে গিয়ে তাদের পাওয়া যায়নি বা ক্যাম্পাসের কোন অস্তিত্বই মেলেনি। ইউজিসি জানিয়েছে, ওই ৫৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টি প্রতিষ্ঠান উচ্চ আদালতে সরকারের বিরুদ্ধে রিট আবেদন করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তদন্ত প্রতিবেদনে ইউজিসি মন্তব্য করেছে, কমিশনের জানা মতে, এসব প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির অ্যান্ড ফার্মসের রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে নিবন্ধনপূর্বক ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি দেয়নি বা তারা আবেদনও করেনি। এ প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থের বিনিময়ে ভুয়া বিদেশী ডিগ্রি ও সনদ দিচ্ছে। ইউজিসির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে দেয়া তথ্যানুসারে তদন্ত কমিটি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় একাধিক টিমে বিভক্ত হয়ে পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ করেছে। এর একটি টিমের রিপোর্ট হচ্ছে, তারা ১৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টি প্রতিষ্ঠান কমিটির চাওয়া সব তথ্য প্রদান করেছে এবং ৬টি প্রতিষ্ঠান কোন তথ্যই দেয়নি। ৬টি প্রতিষ্ঠানের ২টিকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাওয়া যায়নি। এর আগে ২০০৭ সালের মে মাসে আরেকবার বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খুলে রাজধানী ও দেশের বিভিন্ন স্থানে অবৈধ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েও গিয়েছিল তখন। ওই প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ভিন্ন নামে ও ঠিকানায় আবারও একই ব্যবসা করে যাচ্ছে।